# যুগান্তর

DEe

তারিখ ... [illegible] ... ২০১২ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ......

# আন্দোলনের মুখে রুয়েটে ঢুকতে পারলেন না ভিসি

রাবি প্রতিনিধি

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) ভিসি প্রফেসর ড. সিরাজুল করিম চৌধুরী ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারলেন না। শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে প্রায় এক ঘণ্টা সস্ত্রীক দাঁড়িয়ে থেকে নিরুপায় হয়ে তিনি চলে যেতে বাধ্য হন। এদিকে ভিসির পদত্যাগের দাবিতে টানা দুই সপ্তাহেরও অধিক আন্দোলনের মুখে অচল হয়ে পড়েছে রুয়েটের শিক্ষা কার্যক্রম। সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার তাদের পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে সেখানে অবস্থান ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছিল আন্দোলনকারীরা। বেলা ১১টায় ভিসি প্রফেসর ড. সিরাজুল করিম চৌধুরী তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্পাসে অবস্থিত তার বাসভবনে প্রবেশের উদ্দেশ্যে প্রধান ফটকে আসেন। এ সময় বিক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীরা তাকে ক্যাম্পাসে প্রবেশে বাধা দেন এবং অকথ্য ভাষায় গালাগাল করতে থাকেন। আন্দোলনকারীরা প্রো-ভিসিসহ কয়েকজন শিক্ষককে সঙ্গে নিয়ে ভিসির রেজাল্ট জালিয়াতির মিটিংয়ের রেকর্ড মাইকে চাউর করতে থাকেন। প্রায় এক ঘণ্টা সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে নিরুপায় হয়ে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে যেতে বাধ্য হন। এর আগে বৃহস্পতিবার তার বাসভবনের প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে দিয়ে বাসার টেলিফোন ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন আন্দোলনকারীরা।

ভিসির অপসারণ দাবিতে শুক্রবার সরকারদলীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তালা মেরে রাখা রুয়েটের প্রধান ফটক — যুগান্তর

গত ২৫ নভেম্বর ক্যাম্পাসের সংকট নিরসনে উপর মহলের সঙ্গে দেখা করতে ঢাকায় যান ভিসি। পরের দিন থেকে ভিসির অপসারণের দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে রুয়েট ক্যাম্পাস। বুধবার ঢাকা থেকে ফিরে রাজশাহী শহরে তার এক আত্মীয়ের বাসায় স্ত্রীসহ অবস্থান করেন। সেখান থেকে শুক্রবার ভিসি স্ত্রীকে নিয়ে ক্যাম্পাসে অবস্থিত তার বাসভবনে প্রবেশের চেষ্টা করলে আন্দোলনকারীদের তোপের মুখে পড়ে সেখান থেকে ফিরে যেতে বাধ্য হন। এ সময় ক্যাম্পাসে অবস্থানরত শতাধিক পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। এদিকে রেজাল্ট জালিয়াতির অভিযোগে ভিসির অপসারণের দাবিতে টানা দু'সপ্তাহের অধিক সময় ধরে আন্দোলনের মুখে অচল হয়ে পড়েছে রুয়েটের একাডেমিক কার্যক্রম। শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় চরম সেশনজটে পড়ার আশংকা করছেন রুয়েটের শিক্ষার্থীরা। এ ব্যাপারে নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক শিক্ষার্থী বলেন, ভিসির রেজাল্ট জালিয়াতির মিটিংয়ের রেকর্ড শোনার পর আমাদের আর বোঝার বাকি নেই যে, তিনি জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত নন। এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার আন্দোলন চলতে থাকলে আমরা ভয়াবহ সেশনজটের সম্মুখীন হব। তাই অতিদ্রুত এর সুষ্ঠু সমাধান চাই। রুয়েট বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি এবং রসায়ন বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ আশরাফুল আলম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি রেজাল্ট জালিয়াতির মতো একটি অনৈতিক কাজ করে বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছেন। তাই তিনি তার পদ থেকে সরে গিয়ে ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে এনে আবারও সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। এ ব্যাপারে ভিসি প্রফেসর ড. সিরাজুল করিম চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, আমি একাডেমিক মিটিংয়ের মাধ্যমে রেজাল্টের বিষয়টি সুরাহা করেছি। সেখানে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। আমি যদি অনিয়ম করতাম তাহলে তাদের পক্ষ থেকে অন্ততপক্ষে একজন তখন বলতেন যে, আপনি অনিয়ম করেছেন।